সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাণী

উন্নয়নের রোল মডেল বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতির বিস্ময়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই শুভক্ষণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গবেষণা ও পরিসংখ্যান অনুবিভাগ প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে রয়েছে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন কার্যক্রমসহ গৃহীত প্রকল্পসমূহের কাজের বিদ্যমান পরিস্থিতি এবং সার্বিক রাজস্ব আহরণ পর্যালোচনা। তাছাড়াও সন্নিবেশিত হয়েছে আধুনিক রাজস্ব ব্যবস্থপনার নানাদিক ও তদসংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত। সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় এ ধরনের বার্ষিক প্রতিবেদন একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে আমি মনে করি। এছাড়াও তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদনটি গবেষণার কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কর রাজস্বেও প্রায় ৯৭% এবং মোট রাজস্বের প্রায় ৮৭% রাজস্ব আহরণ করে থাকে। মোট রাজস্বেও অবশিষ্ট ৩%-৪% রাজস্ব আসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব (যেমন-মাদক শুল্ক, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব ও স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি) হতে এবং ১১%-১২% কর বহির্ভূত রাজস্ব (বিভিন্ন প্রশাসনি কফি, চার্জ, রেলপথ, ডাক, টোল, লেভী, সুদ ইত্যাদি) হিসেবে আহরিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছওে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২,৮০,০৬৩.০০ কোটি টাকার বিপরীতে ২,২০,৭৭১.৬২ কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে গত অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.১২%। বিগত দশ বছওে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩.৯৭ গুন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ ও প্রাজ্ঞ তত্ত্বাবধানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে তার নির্ধারিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সদা জাগ্রত ও তৎপর। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ বিনির্মাণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নেতৃত্বে কাস্টমস,আয়কর ও ভ্যাট বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান দিয়ে জাতীয় অর্থনীতি দিনদিন সমৃদ্ধ করছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ধারাকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের নিমিত্তে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনের কাজে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে উৎসর্গ করছি।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম